ভবানীপুরের কথা

নূপুর চ্যাটার্জী

এবার আমাদের ঠাকুরের শুভ একশ দ্বাদশতম জন্মোমহোৎসব। সাতাশে এপ্রিল ২০২৪। ঐদিন আমাদের ভবানীপুরের মঠ প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজায় নিবেদন করবো আমাদের ভালোবাসা ও ভক্তি।

সারা বছর প্রতিটি দিন এই মিশনের প্রতিটি শিষ্য ও সেবক ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে তার ভক্তি, তার প্রার্থনা, তার আকুতি, তার চাওয়া, অপ্রাপ্তির বেদনা এবং চায় উত্তরণের দিশা।

মিশনের নিত্য কাজের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে পরিবর্তিত হয় আমাদের স্বভাব। প্রশ্ন হল এই পরিবর্তন কি নিজেরা বুঝতে পারি ? না বুঝতে পারি না। প্রথমে আমরা অন্যের স্বভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করি। কারো কারো কখনও মনে প্রশ্ন জাগে তার নিজের স্বভাব বা প্রকৃতিটা কেমন? এই প্রশ্নের উন্মেষ হওয়া মানেই কিন্তু অনেকটা অগ্রসর হওয়া। তারপরে শুরু হয় তার খোঁজ - সেটাই সাধনা।

প্রতিদিনের জীবন এর প্রতিটি ওঠা পড়ায়, সাফল্য, ব্যর্থতায়, গ্লানি আর আনন্দে চলে আমাদের সেই খোঁজ। কেমন করে খুঁজবো সে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানানন্দ মিশনের ঠাকুর।

সেই পথে চলতে চলতে আমরা অনেক সময় দিশেহারা হই - কিন্তু তখনই এখানের সতীর্থরা পরস্পরের হাত ধরি - মনের সংশয় কে দূর করি। একটু একটু করে এগিয়ে যাই - হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। ঠাকুর বলেছেন সমাজকল্যান মূলক কাজ করতে গেলেই কর্তা ভাবে করতে হবে অথচ নিজেকে কর্তা মনে করবো না। রান্না করবো কিন্তু হাড়ি ছোঁব না। আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব হলেও এটা সম্ভব করা যায়। প্রত্যক্ষ করেছি তাই বলতে পারছি কথাটা। আমরা আমাদের অতি সীমিত আর্থিক সম্বল নিয়ে দুটি প্রকল্প রূপায়নে প্রয়াসী হয়েছি। প্রতি মাসে একদিন শাস্ত্র আলোচনা ও ভগবৎ প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। আমাদের আলোচনা চক্রের কান্ডারী হলেন শ্রীযুক্ত তিলক ভট্টাচার্য মহাশয়।

অপর প্রকল্পটি হল যোগ শিক্ষার অনুশীলন। অতি সামান্য দক্ষিণায় এটি আমরা রূপায়িত করেছি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখনও সীমিত হলেও আশা করি সংখ্যাটি বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষক হলেন শ্রী সঞ্জিত রং।

এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের ভগবৎ প্রসঙ্গ পাঠ চক্রের মূল বক্তা তিলক বাবু আমাদের অতি যত্নে শাস্ত্রের নানা দিক উন্মোচন করেন। আমরা প্রত্যেকেই এই ক্লাসের জন্য প্রত্যেক মাসে অধীর আগ্রহে অপক্ষা করে থাকি। পাঠ চক্র আমাদের আত্মার আরাম হয়ে ওঠে। প্রতিটি পাঠ

চক্রে পরের মাসের পাঠ চক্রের দিন ঠিক করে নেওয়া হয়। মার্চ মাসের দিনটায় ঠিক হলো এপ্রিল মাসের দিন।

ঠিক হলো ২৭ এপ্রিল ২০২৪। তখনো আমরা জানি না এবারের দিনটাতে আমাদের মিশনের সবচেয়ে বড়ো উৎসব ঠাকুরের জন্মমহোৎসব এর তিথি। একটু অবাক হলাম। আমাদের গুরুবোন মঞ্জরী বললেন আগে তো উৎসবের বিকেলে ভাগবৎ পাঠ হতো। সত্যিই তাই। আমরা সাম্প্রতিক কালে, সময় ও বক্তার অভাবে ভাগবৎ পাঠের আয়োজন করতে পারি না। কিন্তু এবার আশ্চর্য ভাবে ফিরে এলো ঐ সাবেক উৎসবের সূচী সম্পূর্ণ অজা নিতে। সত্যিই কি অজা নিতে না কি ঠাকুর নিজেই অনুমোদন করেছেন আমাদের এই ভাগবৎ প্রসঙ্গ পাঠের প্রকল্প। শুধু তাই নয় তিলক বাবু কে তিনি করেছেন আশীর্বাদ - তিনি ঠাকুরের নির্ধারিত লোক হয়েছেন। কি আনন্দ।.....